সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি গল্প ঃ দু-টি পাঠ

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি তুলসীগাছের কাহিনীপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৮ -এ ঢাকা থেকে প্রকাশিতনয়াসড়ক পত্রিকায়। তার ১৭ বছর পরে ১৯৬৫-তে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ দুই তীর ও অন্যান্য গল্প-তে আলোচ্য গল্পটি সংকলিত হয়। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থে মুদ্রিত অনেকগল্পের সঙ্গেই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম বয়ান বা টেক্সট মেলে না।লেখক নিজেই স্বীকার করেছিলেন, গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময়ে অনেক গল্পস্থানে স্থানে লেখকের অধিকারসূত্র বেশ অদল -বদলও করেছিল। ১৭ বছরপরে এই অদল-বদল তাঁর পক্ষে অনিবার্যই ছিল কারণ মধ্যবর্তী ১৭ বছর জীবনও জগৎ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। এই ১৭বছরের একটা বড় সময়ে তিনি শুধু বিদেশেই কাটাননি, ইয়োরোপীয়পরিবেশে অভিজ্ঞতা, চি,দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্প - চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁরমানস-পরিবর্তনঘটেছিল এবং দেশে - বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, দার্শনিক ওপন্ডিতের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। ১৯৪৯-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথমউপন্যাস লাল সালুর সমাজ মনস্কতার সঙ্গে ১৯৬৪-তে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয়উপন্যাস চাঁদের অমাবস্যার ব্যক্তি মানুষের মনোজাগতিক সংকট-আলোড়নেরতুলনামূলক সুযোগ বর্তমান নেই। কিন্তু উক্ত উপন্যাস দুটির বয়ানে লেখকের যেমানস পরিবর্তনের ছবি ধরা আছে তা আলোচ্য গল্পটির দুটি পাঠেরপার্থক্য অনুধাবনে সহায়ক। ১৯৬০ -এর দশকে ওয়ালিউল্লাহর চিন্তায় সমাজও সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিষয়ক উদ্বেগ নির্দিষ্ট অবয় অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ ও১৯৬৫-র বয়ান দুটি তাঁর মানস জগতের দুটি ভিন্ন পর্বের ফসল। তাই দুটিবয়ানই গুত্বপূর্ণ। আবার ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে সাবেক পূর্ব্যপাকিস্থানের বাস্তবও অনেক বদলে গিয়েছিল। বাস্তবের সঙ্গেগল্পকারের দ্বিবাচনিক অবয়ব সব মিলিয়ে অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। গল্পকারও বাস্তব ---উভয়েরই বদলের ছবি ধরা আছে ১৯৪৮ ও ১৯৬৫-র বয়ানে।প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আমরা লেখকের দ্বারা রচিত শেষ বয়ান, অর্থাৎ ১৯৬৫-র বয়ানকেই মান্য করেছি। কিন্তুআলোচনার মধ্যে ১৯৪৮-র বয়ানকেও আমরা স্মরণ করব বাস্তব ওগল্পকারের দ্বিবাচনিকতার রূপান্তরকে বুঝে নেবারপ্রয়োজনে।

একটি তুলসীগাছের কাহিনীর বিষয় ঃ সাবেক পূর্বপাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের মুসলিম উদ্বাস্তুদের সমস্যা। পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যার কথা উঠলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলা থেকে আসাহিন্দু উদ্বাস্তুদের কথাই আমাদেরভাবনায় জেগে ওঠে। ওয়ালিউল্লাহর এই গল্প টি আমাদের এই বিষয়েসচেতন থাকতে বাধ্য করে যে, দেশভাগের পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকমুসলিম পরিবারও উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববাংলায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের অবস্থাও উদ্বাস্তুদের তুলনায়উন্নত কিছু ছিল না। তাঁদের নিরাশ্রয় - অনিকেত অবস্থা-মানসিকতার ছবি আমরা এ গল্পে পাই। তারপাশাপাশি প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সমুহেরসমগ্রতার প্রেক্ষাপটে বিক্ষুব্ধ মানবিক অনুভুতিরনির্মাণ-প্রক্রিয়াকেও গল্পটি ধারণ করছে।

গল্পের সূচনাতেই কলকাতা থেকে চলে আসাএকদল মুসলিম উদ্বাস্তু হিন্দু পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত একটি বাড়ি দখল করেনেয়। খবর পেয়ে পুলিস আসে কিছুদিন পরে আবার পুলিশ এসে তাদের জানায়বাড়িটি সরকার রিকুইজিসন করেছে। তার দশদিন পরে তাঁরা সদলবলে বাড়িছেড়ে চলে যায়। গল্পটির সূত্রে ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের

বিভিন্নধরনের মিথস্ক্রিয়াও উন্মোচিত হয়----রাষ্ট্রের চরিত্রেরঅপরিবর্তনীয়তা, সাধরণ নাগরিকদের ক্ষমতাহীনতা, সাম্প্রদায়িকতারসমস্যা, সেকুলার -বামপন্থী মুসলিমদের অসহায়তা ও প্রকৃতির সঙ্গেব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের সূত্রে মানবিক -পরিসর বৃত্তান্ত।

এ গল্পে উক্ত বাড়িটিতে দু-বার পুলিশ আসে।প্রথমবার দখল বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহকরতে ও দ্বিতীয়বার বাড়ি রিকুইজিসনের সিদ্ধান্ত জানাতে। দু-টি ঘটনার সূত্র ধরেই লেখকজানিয়ে দেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলও রাষ্ট্রেরচরিত্রের কোনোবদল ঘটেনি। ১৯৬৫-র বয়ানে প্রথমবার সংবাদ সংগ্রহের পরে, সদলবলেসাব-ইন্সপেক্টার ফিরে গিয়ে না-হকনা-বেহক না- ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালাতার ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। ১৯৪৮-এর বয়ানে রিপোর্টেরপ্রসঙ্গ মোটামুটি ওইভাবে আসার পরেই, উদ্বাস্তুদের প্রতি পুলিশসাব-ইন্সপেক্টারের এক ধরনের সহানুভুতির ইশারাও পাওয়া যায়।১৯৪৮-এর বয়ানে এইরকম ঃ রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমনঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরওয়ালারকাছে সে রিপোর্ট ফাইল চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তাছাড়া,তাড়াতাড়িই বাকি যারাপালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোনকথা ওঠে না এবং বাড়ির নির্দিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না কয় তবেকেন অনর্থক মাথাব্যথা করা। তাছাড়া,এরা কেরানি হলেও ভদ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানলা দরজা ভেঙেফেলেছে বা ছাতের আস্তঅাস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করেদিচ্ছে, তা নয়। ১৯৬৫-র পাঠে উদ্বাস্তুদের প্রতি এই পুলিশী সহানুভূতিঅনুপস্থিত। ১৯৬৫ -তে পুলিশ অনেক বেশি আবেগহীন, নির্মম। ১৯৪৮ এ পুলিশেরএই সহানূভুতিপূর্ণ যুক্তি, ১৯৬৫-র বয়ানে, স্থান বদল করে পুলিশের সঙ্গেতর্কের সময়ে, উদ্বাস্তুদের যুক্তি হিসেবে। এ গল্পে পুলিশ দ্বিতীয়বারপ্রবেশ করে রিকুইজিসনেরসরকারি সিদ্ধান্ত জানাতে। সিদ্ধান্ত জানারপরে, মকসুদ বলে, আমরাকি গভর্নমেনটর লোক নই ? (১৯৪৮ -এর বয়ানে প্রশ্নটি করেছিল মতিন। এহপ্রশ্নের
প্রতিক্রিয়া হিসেবে পুলিশ কনস্টেবলদু-জনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার মতো ঃ এবার কনস্টেবলদু-টির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতিনিক্ষিপ্ত হয়। তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষেরনির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়। ১৯৪৮ -এর বয়ানে কনস্টেবলদ্বয়েরপ্রতিক্রিয়া ছিল এইরককম ঃমাঝে মাঝে নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনস্টেবলদুটো কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখহঠাৎ কথা কয়ে উঠলো। ১৯৪৮ ও ১৯৬৫-তে রাষ্ট্রর চরিত্র ব্রিটিশযুগের তুলনায় কিছুই বদলায় না। কিন্তু ১৯৪৮ -এর বয়ানে পুলিশ কনস্টেবলদ্বয়ের ভাবাচ্ছন্নচোখ হঠাৎকথা উঠল। ১৯৬৫ -তে মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়। যেননা হওয়াটাই স্বাভাবিক। ১৭ বছরে পুলিশের এই রূপান্তরকে ওয়ালিউল্লাহরআলোচ্য গল্প ধারণ করছে।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা ওঅপরিবর্তনীয়তার সামনে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতাহীনতা ও অসহায়তাউদ্বাস্তুদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্যহবার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়। ক্ষমতা এক ধরনের স্বায়ওশাসিতক্ষমতার জন্ম দেয়। ক্ষমতার নিজস্ব শৃঙ্খলা ও সন্দর্ভ বিদ্যমান। এই শৃঙ্খলা ও সন্দর্ভ বিষয়ক জ্ঞান মানুষকেক্ষমতাবান করে। এই জ্ঞান যাদের নেই তারা অবশ্যই সমাজেরপ্রান্তীয় মানুষ। সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রধান শিকার হয় এই সবপ্রান্তীয় মানুষরা। শাসকশ্রেণী তার মতাদর্শগত আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রান্তীয় মানুষদের চেতনায়সাম্প্রদায়িক ভাবনার বীজ রোপণ করে, সাম্প্রদায়িকতাকে সাধারণ নাগরিকদেরচেতনায় মান্য করে তুলতে চায়। কিন্তু ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মেইক্ষমতার সন্দর্ভ প্রান্তিক জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা সবধরনের বিকল্প মানবিক সন্দর্ভকে ধারণ করতে পারেনা। পারে না বলেইএকটি সামান্য তুলসী গাছের সূত্রে যে বিকল্প সন্দর্ভ নির্মিত হয়ে ওঠে তাকেক্ষমতার সন্দর্ভ ধারণ করতে পারে না। শাসক শ্রেণী তার নিজস্ব মতাদর্শগতআধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যতই সফল হয়সেকুলার-বামপন্থী মুসলিমরামুসলিম - প্রধান বাস্তবে ততই বিচ্ছিন্ন একা হয়ে যায়। ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ -র বয়ানের তুলনা করলে এইএকা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া আরও স্পষ্ট হয়। ১৯৪৮ -এর বয়ানে আমরাপড়ি ঃ হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্যই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল ---এমন সাম্প্রদায়িক ভাবনার বিদ্ধেবামপন্থী নামে চালু মকসুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে।বলে, অতটা নয়। এতটা হলেও

আমরা বা কম কি। মোদাব্বের দাঁত খিঁচিয়েওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থী কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা, আমরাওহলফ কর বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমনি হলফ করে বলতেপারে দোষটা আমাদের, ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশকিল। ভাবে,হয়তো আমরাই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন। আমরা কি জানি না আমাদের।পরবর্তীকালে বামপন্থী মুসলিমদের আরও অসহায় হয়ে পড়ার ছবি পাওয়াযায় ১৯৬৫ -র বয়ানেঃ বামপন্থীমকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কাঁটাটিডানদিকে হেলে থেমে যায়। শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত অধিপত্য প্রতিষ্ঠারসাফল্য ও বামপন্থীদের আরও বেশি বেশি করে একা হয়ে যাওয়ারবৃত্তান্ত ওয়ালিউল্লাহর ১৯৬৫-র বয়ানে ধরা আছে।

আলোচ্য গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের মিথস্ক্রিয়ায় বিশুদ্ধ মানবিক অনুভূতির জগৎ নির্মিত হয়ে ওঠে।গল্পেরসূচনায় বাগানকে কেন্দ্র করেমতিন-আমজাদের চেতনায় পুষ্পসৌরভে মন্দির জ্যোৎস্নারাতে গল্পের জগতেপ্রবেশের স্বপ্ন জেগে ওঠে, চোখ বুজে বসেই নীরবে সন্ধ্যাকালীনস্নিগ্ধতা উপভোগ -এর আকাঙক্ষার বিস্তার ঘটে। গল্পেরসূচনায়বাগানকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই বিশুদ্ধ মানবিক জগৎ ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ -র বয়ানে শিল্পের স্বাভাবিক নিয়মেই অভিন্ন থাকে। যেমন অভিন্ন থাকে তুলসী গাছেররূপকে ধৃত মানবিক কল্পনার আকাশ। দখল করা বাড়িতেথাকার ক-দিন পরে মোদাব্বেরঅবিষ্কার করে আগাছার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকা তুলসী গাছটিকে ।প্রথমে হিঁদুয়ানির প্রতীক হিসাবে গাছটিক উপড়ে ফেলার কথাবলে কোদাব্বের। কিন্তু তুলসী গাছটির সূত্রেই তাদের চেতনায় এই অনুভব জেগে ওঠে যে, বাড়িটি বেওয়ারিস ছিল না।বাড়িটির জীবন্ত অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র নির্মিত হয়ে ওঠে গাছটির সুত্রে । এই যোগসূত্রে যে মানবিকপরিসর নির্মাণ করে ---তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মোদাব্বের -এর উপড়ে ফেলারহুঙ্কার পরাজিত হয়। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়া গৃহকর্ত্রীর প্রতিদিনান্তে তুলসী গাছের তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাবার আবহমানরূপকের অভিঘাতে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। গল্পের বয়ানে এইরূপকটি কেউ উচচারণ করে না, কিন্তু সবাই অনুভব করে । তাইগল্পকারের বর্ণনায় আমরা পড়ি ঃ আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠএকাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরেরনীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত -শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড়এসেছে, হয়তো কারো জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাওছুটছে সুখ সময়ে, কিন্তু এ-প্রদীপ -দেওয়া -অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধথাকে নাই। তুলসী গাছ, সন্ধ্যাপ্রদীপ ও এক সর্বংসহা মাতৃমূর্তিরকল্পনা সমস্ত বিভাজনকে অতিক্রম করে দু-পাড়ের সব ধর্মাবলম্বীউদ্বাস্তুদের যন্ত্রণা - বেদনা-হাহাকারের অভিন্নতাকেই উন্মোচন করে। আবিষ্কৃত হবার সময়ে তুলসী গাছটির চারপাশ আগাছায় আবৃত ছিল। মানবিকপরিসরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আগাছাগুলি অপসৃত হয়। বাদামী হয়েযাওয়া পাতাগুলি জল সিঞ্চনে সতেজ -সবুজ হয়ে ওঠে। কিন্তু পুলিশ এসে বাড়িরিকুইজিসনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে যাবার পর থেকে গাছটির গোড়ায় জল দেবারকথা সবাই ভুলে যায়। সবাই যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন উঠানের শেষেতুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতার খয়েরি রং। গল্পেরএকেবারে শেষে অনুচ্ছেদ, ১৯৪৮ ও ১৯৬৫-র বয়ানে, অনেক আলাদা। ১৯৪৮ -এর বয়ানে আমরা পড়ি ঃ কেন (মনে)পড়েনি সে কথা তুলসী গাছ জানে, যে তুলসী গাছকে মানুষ বাঁচতে চাইলেবাঁচতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে পারে অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়াআপন আত্মরক্ষার শক্তির ওপর নির্ভর করে না। ১৯৬৫-র বয়ানে আমরা পড়িঃ কেন (মনে) পড়েনি সে - কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।গল্পের একেবারে শেষ অংশে ওয়ালিউল্লাহ প্রকৃতি ও মানুষেরসম্পর্কের নির্মাণের ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়েদেন। ১৯৪৮ -এর বয়ানে এক ধরনের আড়াল ছিল। ১৯৬৫-র বয়ানে তা দূর হয়ে যায়। মানুষেরই জানবার কথা----সবাসরি বলার মধ্যে দিয়ে মানব অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার উদ্বেগই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।রাষ্ট্রীয় সংকট, জাতিগত ও ধর্মীয় বিভেদ ইত্যাদি সমস্যার বিস্তার যখনই মানবজাতির কোনো একটিঅংশকে অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করে তখনইপ্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যেকার মানবিক পরিসর বিনষ্ট হতে থাকে। তুলসী গাছটির মতো সমগ্র প্রকৃতিই তখন বিবর্ণ হতে থাকে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিকও সামাজিক নৈরাজ্য যখন প্রবল হতে থাকে, মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বিরোধও তখন তীব্র আকার ধারণকরে। তার দায় অবশ্যই বহন করতে হয় প্রকৃতিকে। যার পরিণতিতেপ্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের স

স্পর্কগুলির দ্বান্দ্বিক সমগ্রতারসুস্থ অবয়বটি ভেঙে যেতে থাকে। ওয়ালিউল্লাহ এই গল্পের শেষেসমগ্রতারএই সুস্থ অবয়বটিকে লালন করারকথা ই বলেন। প্রকৃতির ওপর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ডাকাতির পরিণতিসম্পর্কে গোটা বিশ্ব সচেতনতা যখনক্রমবর্ধমান ---তখন ১৯৪৮ ও ১৯৬৫-র বয়ান আমাদের ওয়ালিউল্লাহরমানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত উদ্বেগেরসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন করে তোলে ও আলোচ্যগল্পটির প্রসঙ্গিকতাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে বাধ্য করে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com